"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে থাকো, জ্ঞান রত্নের দান করো, সদা নিজের আর অন্যের কল্যাণের নিমিত্ত হও"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য কোন্ গুণ থাকা জরুরী ? সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ খেয়াল থাকা উচিত নয় ?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় সেবাতে স্বভাব খুবই মিষ্টি হওয়া প্রয়োজন । ক্রোধবশতঃ কারোর প্রতি চোখ রাঙ্গালে অনেকেরই ক্ষতি হয়ে যায় । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের মধ্যে একদমই অহংকার বা ক্রোধ থাকা উচিত নয় । এই বিকার খুবই বিঘ্ন রূপ হয়ে যায় । তখন মায়া প্রবেশ করে অনেক বাচ্চাকে সংশয় বুদ্ধি করে দেয় । ঈশ্বরীয় সেবা করার জন্য এই খেয়াল যেন না আসে যে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবা করবো । যদি চাকরী ছেড়ে দিলো, আবার এই সেবাও না করে তখন অনেক বোঝা চড়ে যাবে ।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়...

ওম্ শান্তি । ভক্তরা যখন ওম্ নমঃ শিবায় বলবে তখন শিবের লিঙ্গ আর শিবের মন্দিরকেই স্মরণ করবে । নমঃ বলে পূজা করবে । সে হয়ে গেলো ভক্তি । আমরা তো শিব বাবাকে বলবো, তুমি মাতা -পিতা... এখন তোমরা আর চিত্রকে বলবে না । তোমরা জানো যে, ওই শিব বাবাই আমাদের পড়াচ্ছেন । এ রাত - দিনের তফাৎ হয়ে গেলো । একথা দুনিয়াতে কেউই জানে না । নিরাকার শিব বাবা এসে পাঠশালাতে পড়ান । তিনি কি পড়ান ? সহজ রাজযোগ আর জ্ঞান । ক্রাইস্টের যেমন পুস্তক আছে । ক্রাইস্ট যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তাই দিয়ে বাইবেল রচনা হয়েছিলো । এখানে তো শিব পুরাণ আছে কিন্তু তা অন্য কেউ লিখেছে । বাস্তবে প্রকৃত শিব পুরাণ হলো গীতা । বাবা তোমাদের এই কথা বুঝিয়েছেন । তোমাদের আবার তা অন্যদের বোঝাতে হবে শিব বাবা কি বুঝিয়েছেন? তিনি শিবের জন্মও শোনান । এখন শিব পুরাণ কি গীতাকে বলা হবে? নাকি শিব পুরাণকেই শিব পুরাণ বলা হবে ? দুটোই তো হতে পারে না । ভারতের ধর্মশাস্ত্র একটাই হওয়া উচিত । যারা ধর্ম স্থাপন করে, তাদের জীবন কাহিনী লেখা হয় । ইনি এই - এই কথা শুনিয়েছেন । ক্রাইস্টও জ্ঞান শুনিয়ে থাকবেন, যা দিয়ে বাইবেল লেখা হয়েছিলো । ওই পুরাণে অনেক কথা আছে । 'মন্মনাভব' শব্দ শিব পুরাণে নেই । এই শিব পুরাণ আলাদা । এ হলো শ্রীমদ্ভাগবত গীতা । ভগবান এক, তা সিদ্ধ করে দেখাতে হবে । তাঁর নাম শিব । ওই গীতা আবার কৃষ্ণ পুরাণ হয়ে যায় । বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণ তো পতিত পাবন নন । শিব হলেন পতিত পাবন । ভারতের ধর্মশাস্ত্র হলো গীতা । শিব পুরাণকে তো সবাই মানবে না । এখন বলা হবে, গীতার থেকে দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়েছিলো । সে তো একমাত্র শিব-ই করতে পারেন । শ্রীকৃষ্ণও কালো থেকে গোরা হন । ফারাক অনেকই । বাচ্চাদের বোঝানো হয়, যারা বুঝতে পারে তাদের দায়িত্ব হলো অলৌকিক কার্য করা । তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । তোমরা অগাধ সম্পদ প্রাপ্ত করো, তাই তোমাদের দান করতে হবে । বাবার পরিচয় দেওয়া খুবই সহজ । ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে । ভগবান এসে ফল প্রদান করেন । সেই ফল কি ? ভগবান জীবনমুক্তিই দেবেন । শ্রীকৃষ্ণকে সর্বের সদ্গতিদাতা বলা হয় না । পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হবে । তোমরা জানো যে, পরমাত্মা হলেন নিরাকার । শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যাবে না । শ্রীকৃষ্ণ কখনোই সমস্ত আত্মার বাবা হতে পারেন না । সর্ব আত্মার পিতা পরমপিতা পরমাত্মা -- এমনই মহিমা আছে । বাচ্চাদের খুব ভালো করে বাবার পরিচয় দান করতে হবে । ওরা তো সর্বব্যাপী অথবা লিঙ্গ বলে দেয় । লিঙ্গের কর্তব্য কি হবে ? পরমপিতা পরমাত্মার তো মহিমা আছে - তিনি পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর । এই পোস্টার বাইরে লাগিয়ে দেওয়া উচিত । যেই আসুক না কেন, পড়তে পারবে । তোমরা রাধাকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও । আমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর, এর উপর বোঝানো উচিত । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যারা যায় তারা বেশিরভাগ অবশ্যই গীতা পাঠ করে । তোমাদের নিজের উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার থেকে উচ্চ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার শখ থাকা চাই । তোমাদের নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে । শিব বাবা তো সকলেরই কল্যাণ করেন । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । বাবা বলেন, আমার কখনোই অকল্যাণ হয় না । অকল্যাণকারী হলো রাবণ, একথা মানুষ জানে না । তোমাদের গিয়ে বোঝাতে হবে । মেঘে ভরপুর হয়ে গিয়ে বর্ষণ করতে হবে । তোমাদের কতো শখ থাকা উচিত । দান যদি না করো তাহলে অবশ্যই বলা হবে, নিজের কল্যাণ করো নি, তখন তো অন্যদেরও কল্যাণ করতে পারবে না । সেন্টারে ভালো - ভালো অনেকেই আসে, কিন্তু অন্যের কল্যাণ হয় এমন কিছু তারা করে না । তারা শোনে, তারপর কাজ - কারবারে ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়েই সব ভুলে যায় । দান না করলে ব্রাহ্মণ বলা যাবে না । ব্রাহ্মণ জানে যে,

আমাকে দেবতা হতে হবে । প্রত্যেকেরই নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে হবে । যদি কাউকে দেবতা না তৈরী করতে পারে, তাহলে কিসের ব্রাহ্মণ ? শিব বাবা বলেন, আমি তো হলামই কল্যাণকারী । তোমাদেরও কল্যাণকারী হতে হবে । তবুও যাদের ধারণা হয় না, তাদের জন্য আছে স্থূল সেবা । এখানে যে বাচ্চারা আসে তাদের সেবা করা হয়েছে । সার্ভিস সেন্টারে বাচ্চাদের নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কতোজনের কল্যাণ করেছি ? আসে তো অনেকেই । তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই এই সার্ভিস করে । বাকিরা নিজেদের কাজ - কারবারেই লেগে থাকে । তারা মনে করে, কেবল পবিত্রই তো হতে হবে, কিন্তু ধন দানও করতে হবে । নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে - আমি যদি কারোর কল্যাণ না করি, তাহলে কি পদ প্রাপ্ত করবো ? অনেক বাচ্চা অনেকের কল্যাণ করে পাওা হয়ে আসে, তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রম থাকে । কেউ এক নম্বরে, কেউ দুই নম্বরে, কেউ আবার তৃতীয় নম্বরে থাকে । তাই নিজের কল্যাণ করা উচিত । যাদের নিজের কল্যাণের খেয়াল থাকে না, তারা কি পদ অর্জন করবে ! এমন অনেক সেন্টার আছে যেখানে বাচ্চারা কোনো সেবাই করে না । এতো শক্তি নেই যে, গিয়ে দান করবে । ভোরবেলা মন্দিরে তো অনেকেই যায় । সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে যে, দেবতা ধর্মের কারা আছে ।

বাবা এখন বলছেন, আমি এই তনে এসেছি । আত্মা তো ছোটো শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে । ঘোস্ট (ভূত) ছায়ার মতো আসে । এও এক আশ্চর্যের । কিভাবে ঘুরতে - ফিরতে থাকে, কে বসে খবর বের করবে । ড্রামাতে আত্মা শরীর প্রাপ্ত না হওয়ার কারণে বিভ্রান্ত হতে থাকে । ছায়া রূপ ধরে নেয় । যেমন আমাদের দেহের ছায়া হয় । ভূতের কোনো ছায়া হয় না । এলো আর অদৃশ্য হয়ে গেলো । এইসব বিষয়ে আমরা যাবো না । আমাদের দরকারই নেই । এই খোঁজ করতে গেলে শিব বাবাকে ভুলে যাবো । বাবার নির্দেশ হলো -- নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো । এ হলো স্মরণের যাত্রা । 'মন্মনাভবের' অর্থই হলো এই । শ্রীকৃষ্ণ তো এমন বলতে পারবেন না । শ্রীকৃষ্ণকে গাইড বলা হবে না । নিরাকারই গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যান - মশার (ঝাঁকের) মতো । শ্রীকৃষ্ণ আত্মাদের গাইড হতে পারেন না । তাঁকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে । বাবার পরিচয় তাই সবাইকে দিতে হবে । ভক্তের ভগবান হলো একজন । ওই বাবা বলেন 'মামেকম্' (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । বাচ্চাদের সার্ভিসের শখ থাকা উচিত ।

বাচ্চারা মধুবনে আসে মুরলী শুনতে । তাহলে যিনি শোনবেন তাঁকে অবশ্যই চাই । বাবা যেখানেই যাবেন, সেবাই করবেন । এই সেবার শখ থাকে । বাচ্চারা স্মরণ করে । তারা সম্মুখে মুরলী শুনে খুশী হবে । এক পথে দশ কার্য সিদ্ধ হয় । বড় বড় সভাতে বাবা যেতে পারেন না । সে হলো বাচ্চাদের কাজ । বাচ্চাদের কাছে প্রশ্নোত্তর করবে । সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা তো বাবার সামনে আসবেই না । তাদের তো সম্মান চাই । বাবার পার্ট হলো আশ্চর্যজনক । যা অতীত হয়ে গেছে সবই ড্রামা । ভবিষ্যতে অনেক বাচ্চা মিলিত হতে আসবে । বাচ্চাদের প্রথমে বোঝাতে হবে । গোপ - গোপীদেরই ঘরে-ঘরে গিয়ে পরিচয় দিতে হবে । কেউ যেন দোষারোপ না করে, বাকি না থেকে যায় যে, আমরা জানতে পারলাম না । এখানে রাজা - রানী তো কেউ নেই যে প্রচার করে দেবে । নতুন কিছু যখন আবিষ্কার হয় তখন গভর্নমেন্টকে দেখিয়ে তারপর তার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় । এখানে তো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য । বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ দিতে হয় । এরজন্য চিত্র ইত্যাদি ছাপানো হয় । এই চিত্র বাইরেও যাবে । বাচ্চাদের পরিশ্রম করতে হবে । তারা যে যে ভাষা জানে, সেই ভাষায় গিয়ে যেন বোঝায় । অনেক ভাষা আছে । বাবা মত দেন যে -- পুনা এবং ব্যাঙ্গালোরের দিকে সেবা খুব বৃদ্ধি করো । সবাই যেন জানতে পারে, সব ভাষাতে লিফলেট (পর্চা) ছাপাতে হবে । তোমাদের অসীম জগতের বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন । এমনও নয় যে বললে - বাবা, চাকরী ছেড়ে দেবো । চাকরী ছেড়ে দিয়ে এই সেবাও যদি না করতে পারো, তাহলে বোঝা চড়ে যাবে । এতে স্বভাব খুব মিষ্টি হওয়া চাই । অনেকের মধ্যেই ক্রোধ আছে । তারা চোখ রাঙ্গায়, তখন সেই রিপোর্ট আসে । খুব ভালো ভালো বাচ্চারাও লেখে যে, আমাদের কথা শোনে না । এমন কথাও বলা উচিত নয় । বাচ্চাদের মধ্যে যদি দেহ - অহংকার বা ক্রোধ থাকে তাহলে অনেকের ক্ষতি করে দেয় । বাচ্চাদের প্রতি বাবার কতো খেয়াল থাকে । সমস্ত বাচ্চাদের প্রতি নজর রাখতে হয় । মাম্মা ছোটো ছিলো, তবুও তাঁকে মা বলা হতো, তার নেশা থাকতো । জ্ঞানেও মায়া কোথাও প্রবেশ করে যায় । তখন আবার কেউ সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায় । পদে পদে কতো বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় । আজ বাচ্চা বলা হলো, কাল আবার সে পাল্টে যায় । বিকার নিয়ে কতো ঝগড়াও হয় । অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, এই সংস্থার এতো গ্লানি কেন ? তারা তো বুঝতেই পারে না -- শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে কতো গ্লানি করা হয়েছিলো -- অমুককে ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, এই হয়েছিলো । শ্রীকৃষ্ণ তো এমন কিছু করতেই পারে না । এখানেও ভাগিয়ে নিয়ে গেলে কলঙ্ক লাগানো হয় । ঘরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় । কেন তাড়িয়ে দেয় ? সে তো কেউই জানে না, যতক্ষণ না তাদের বোঝানো হয় যে, কেন বিঘ্ন আসে ? মুখ্য হলো কাম বিকার, যাকে তোমরা বাচ্চারা জয় করো ।

ইনি হলেন ওয়ান্ডারফুল বাবা । ইনি ব্রহ্মার দ্বারা এই ব্রাহ্মণের রচনা করেন । প্রথম - প্রথম তোমাদের শিব বাবার পরিচয় দান করতে হবে । তাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় । মায়া এমনই যে, ভাগ্যে না থাকলে ভুলে যায়, মায়ার কতো বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় । তখন ধারণা হয় না । এও তো বিঘ্ন, তাই না, এতো সহজ সেবাও কেন করতে পারে না । তিনিই তো ভগবান বাবা । সেই অল্ফ বা আল্লাহকে স্মরণ করো । ভগবান উবাচঃ -- মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো তাহলে আমার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । ও গড ফাদার - ভক্তরা তো এমন বলে থাকে । তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । এই সেবার কিছু শখ থাকা চাই । না হলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । সেবা তো অনেকই আছে । তেমনই বিভ্রান্তিও অনেক আছে । বাবার নামও গুপ্ত করে দেয় । এই নলেজও গুপ্ত । তাই তোমাদের পরিচয় দিতে হবে । আমরা বাবার আদেশ পেয়েছি । তোমাদের নিমন্ত্রণ দিতে হবে । এতে কেউই ক্রোধ করবে না । পোস্টার এই সেবার জন্যই ছাপানো হয়েছে, রেখে দেওয়ার জন্য নয় । শিবায় নমঃ অক্ষর খুবই ভালো । এতে সম্পূর্ণ শিব বাবার পরিচয় আছে । নিরাকার শিব বাবা এসেছেন, অবশ্যই তিনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন । তিনি এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পাবন বানিয়েছিলেন । নিজের মধ্যে এমন ধারণা করে তারপর গিয়ে কাউকে বোঝাতে হয় । শিবের মন্দিরও অনেকই আছে, সেখানে গুপ্ত বেশে গিয়ে বলা উচিত । এই শিব কে ? শিব বাবাকে তো নিরাকার পরমাত্মা বলা হয় । তিনি কি করেছিলেন যে এতো মন্দির বানানো হয়েছে । যুক্তির সঙ্গে গিয়ে বোঝানো উচিত । তারা বুঝুক বা নাই বুঝুক, অন্তিম সময়ে স্মরণে আসবে যে, কেউ না কেউ আমাকে বুঝিয়েছিলো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের কল্যাণ করার জন্য সেবার খুবই শখ রাখতে হবে । ক্লান্ত হয়ে বসে যেও না, মানবকে অবশ্যই দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে ।

২) এমন কোনো কর্ম করো না যে, কেউ রিপোর্ট করে দিলো আর মাতা -পিতা উদ্বিগ্ন হলেন । কোনো অবস্থাতেই বিঘ্ন রূপ হয়ো না ।

বরদানঃ- মর্যাদার গন্ডির ভিতরে সদা ছত্রছায়ার অনুভব করে মায়াজিৎ, বিজয়ী ভব

বাবার স্মরণই হলো ছত্রছায়া, যত স্মরণে থাকবে, ততই সাথের অনুভব হবে । ছত্রছায়াতে থাকা অর্থাৎ সদা সুরক্ষিত থাকা । যে সঙ্কল্প মাত্রেও ছত্রছায়ার বাইরে বের হয়, তার উপর মায়ার আঘাত আসে । ছত্রছায়ার নীচে, মর্যাদার গন্ডির ভিতরে থাকলে কারোরই ভিতরে আসার সাহস হবে না, কিন্তু গন্ডি থেকে বাইরে যদি বের হও তাহলে মায়া খুবই হুঁশিয়ার, তাই সাথের অনুভবে মায়াজিৎ হও ।

স্লোগানঃ- অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই সমাপ্তির সময়কে নিকটে আনার আধার ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;